



### পশুবলি

ব্রহ্মবদিয়া জীবদশা-নহিন্ত্রীতিশ্রুতটৌ শ্রুতম্।  
তৎ তস্মাৎ কারণাদ দবেয়া বলদিনং প্রযিৎ মতম্।।  
অর্থাৎ, দবৌ দুর্গা ব্রহ্মবদিয়ার অধিষ্ঠাত্রী; জীবদশা নাশ করাই ব্রহ্মবদিয়ার  
স্বভাব; এইজন্য পশুর পশুত্ব নাশেরে ইচ্ছায়, পশুবলি দবৌর প্রযিৎ; অর্থাৎ বলদিনে  
নহিত পশুকৈ দবৌ মুক্তিদান করনে, তাকৈ আর পশু জন্ম গ্রহণ করতৈ হয় না। মানুষ  
তৌ সাধনার দ্বারা মুক্তলিভৈ অধিকারী হয়, কনিত্তু পশুর সৈ ক্ষমতা নহৈ। পূজক  
দবৌর পূজায়, পশুকৈ বলি দলিৈ দবৌ তাকৈ মুক্তিদিতিৈ পারনে, এইজন্য পশুবলি  
দবৌর প্রযিৎ। আপাতত মনে হতৈ পারতৈ, বলদিনেরে পশুর দহেরে প্রতিঅত্যাচার করা  
হয়; কনিত্তু শাস্ত্রমতৈ, বলির দ্বারা প্রকৃতপক্ষে পশুর আত্মার উপকারই করা হয়।  
এই কারণই দবৌ ভাগবতৈ 'ন হিংসা পশুজা তত্র' এবং কালকিাপুরাণে 'তস্মাদ যজ্ঞৈ  
বধৌহবধঃ' অর্থাৎ দবৌপূজায়, পশু হিংসা হিংসা নয়, ইত্যাদি উক্তিকরা হয়ছে।  
দবৌপূজায়, পশুবধ বধৈহিংসা। অবধৈহিংসা সর্বতোভাবে পরতিযাজ্য, কনিত্তু  
দয়াপ্রকাশ করতৈ বধৈহিংসা পরতিযাগ করা মানসকি দুর্বলতার লক্ষণ,  
শাস্ত্রকারগণেরে এইরকমই অভিমিত।

শাস্ত্র বলছে

"যজ্ঞার্থৈ পশবঃ সৃষ্ট্বা স্বয়মবে স্বয়ম্ভুবা।

অতস্ত্বাং ঘটয়ামাদ্য তস্মাদ যজ্ঞৈ বধৌহবধঃ।।

ঐং হ্রীং শ্রীং ইতি মন্ত্রণৈ তৎ বলিৎ কামরূপণিম্।।

(কালকিাপুরাণ... ৫৫ অধ্যায় ১০নং শ্লোক)

তরজমা- ঈশ্বর স্বয়ং যজ্ঞেরে জন্ম সকল প্রকার পশুর সৃষ্টি করছেন, এই জন্ম আমি তোমাকে হত্যা করি, তাই যজ্ঞে পশুহত্যা হিংসার মধ্য গণ্য হয় না।" (বধোহবধ: শব্দরে অর্থ বধ হয়েও অবধ যাহা)। তারপর (ঔ) ঐং হ্রীং শ্রীং মন্ত্রে বলির পশুকে কামরূপ কল্পনা করে এক আঘাতে বলচ্ছিদে করতে হবে।।

এরপর কীকী বলদান হবে?

বলদানং ততঃ পশ্চাৎ কুর্য্যাদ্বেয়াঃ প্রমোদকম্ ।

মোদকরৈগজবক্ ত্বেচ হবষিা তোষয়দেবমি ।।

তৌর্যত্রকিশৈচ নয়িমৈঃ শঙ্করং তোষয়দেধরমি ।

চণ্ডিকাং বলদাননে তোষয়ৎ সাধকঃ সদা ।।

পক্ষণিঃকচ্ছপা গ্রাহাশ্চাগলাচ বরাহকাঃ।

মহিষিা গোধিকাশীষা তথা নববধিা মৃগাঃ ।।

চামরঃ কৃষ্ণসারশ্চ শশঃ পংচাননস্তথা মৎস্যাঃ।

স্বগাত্ররুধিাধা বলয়া মতাঃ।। (কালিকা পুরাণ, ৫৫ অধ্যায়/ ১-৪ শ্লোক)

অর্থাৎ: তারপর, দেবীর উদ্দেশ্যে বলদিাও। কারণ, গণপতিমোদকে, বসিঁণু ঘদিয়িে, শবি সংগীতে ও আমাদরে আদশিক্তি/পরাশক্তি শ্রীশ্রী চণ্ডী বলতিে তুষ্ট হন। পাখি, কচ্ছপ, কুমরি, নব শাকাহারী প্রাণী -বুনো শুষোর, ছাগল, মোষ, ঘোড়া, খড়গৌজা, হরণি, কৃষ্ণসার হরণি, মাছ, নজি রক্ত এগুলোই বলি হিসিবে দেওয়া সম্ভব।

বাঘ, সিঁহ এগুলি ক্ষত্রয়িদরে বলদানরে অনুমতি আছে কন্তি ব্রাহ্মণরে ক্ষত্রে নষিধে। কালিকা পুরাণ ৬৭নং অধ্যায় (রুধীর অধ্যায়) ৪৮ থেকে ৫১নং।।

সিংহংব্যাঘ্রং নরং চাপি স্বগাত্ররুধীরং তথা।।

ন দদ্যাৎ ব্রাহ্মণো মদ্যংমহাদবেষট্ কদাচন।

সিংহংব্যাঘ্রননরং দত্বা ব্রাহ্মণো নরক ব্রজৎে।।

ইহাপি স্যাৎ স হীনায়ু: সুখসৌভাগ্যবর্জতি:।

স্বগাত্ররুধীরং দদ্যাচ্চাত্মবধ্যামবাপ্নুয়াৎ।।

মদ্যংদত্বা ব্রাহ্মণস্তু ব্রাহ্মণ্যাদবে হীয়তে।

অর্থাৎ: ব্রাহ্মণ, দেবীর নকিট সিঁহ, বাঘ, মানুষ, নজিরে গাত্ররে রক্ত অথবা মদ কখনই বলি প্রদান করবি না।

ব্রাহ্মণ ব্যক্তি সিঁহ, বাঘ এবং নরবলি প্রদান করিয়া নরকে গমন করে এবং ইহ লোকে কম আয়ু এবং সুখ-সৌভাগ্যহীন হয়।

ব্রাহ্মণ নজিরে গাত্ররে রক্ত দান করিয়া আত্মহত্যার পাপ প্রাপ্ত হয়, আর মদ দান করিয়া ব্রাহ্মণ্য হইতে চ্যুত হয়।

আর বলি পুরুষ প্রাণীর হবে। নারীবলি নষিধে। ওই অধ্যায়রে ৯৩ নং এ আছে

পশুনাংপক্ষণিাং বাপিনরাণাং চ বিশেষত:।।

স্ত্রয়িং ন দদ্যাৎ তু বলীন্ দত্বা নরকমাপ্নুয়াৎ।

অর্থাৎ:- পশু-স্ত্রী, ময়ে পাখি সর্বাগ্ররে মানুষ-স্ত্রীকে কখনই বলি প্রদান করবি না। নারী বলদান করলিে কর্তা নরকপ্রাপ্ত হয়।

আর ক'উক'উে বলে মোষ ছাগল না দিয়ে নজিরে বাড়রি লোককে বলি দাও। আজ্ঞে, সটোও নষিখে। ওই অধ্যায়ের ১০৩নং এ আছে:

স্বপুত্রং ভ্রাতরং বাপি পতিরং চাবরিোধনিং।  
বটি-পতং চ ন দদ্যাত্তুভাগনিয়ং চ মাতুলম্ ॥

অর্থাৎ:- নজিরে ছলে, ভাই, বরিোধকারী হইলেও বাবা, জামাতা, ভাগ্নে এবং মামা ইহাদগিকে বলি প্রদান করবি না।

কালিকা পুরাণ ৬৭নং অধ্যায় (রুধীর অধ্যায়)৯৩ নং এ আছে

পশুনাংপক্ষণিাং বাপি নরাণাং চ বিশেষতঃ।।  
সুত্রয়িং ন দদ্যাৎ তু বলীন্ দত্ত্বা নরকমাপ্নয়াৎ।

অর্থাৎ:- পশু-সুত্রী, ময়ে পাখি সর্বাগ্রে মানুষ-সুত্রীকে কখনই বলি প্রদান করবি না। নারী বলিদান করলিে কর্তা নরকপ্রাপ্ত হয়।

